ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ রচিত, 'কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য' লেখাটি পড়লাম। বাস্তবে উম্মতের ঐক্যের জন্য যে মানুষটি তাঁর সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন, জীবনের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা যার এ কেন্দ্রিক নিবদ্ধ থাকতো, ঐক্যের প্রতীক হিসেবে যাকে সকল নিষ্ঠাবান মানুষই স্বীকার করে, তার পক্ষেই এরকম একটি গ্রন্থ লেখা সম্ভব। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উম্মতের ঐক্যের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, অনৈক্যের বিধান ও এর বিবিধ অপকারিতা তুলে ধরেছেন। ইখতিলাফ ও ইফতেরাকের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরার মাধ্যমে উম্মতের ঐক্যের সূত্র দেখিয়ে দিয়েছেন। তার কথা অনুযায়ীই বলতে হয়, 'ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং ইখলাসের অনুপস্থিতি।' আরও বলেছেন, 'ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে কিন্তু এগুলোর সাথে ইফতিরাক থাকতে পারে না। এগুলোর অনুপস্থিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।' তার এ কথা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, উম্মতের ইমামগণের মাঝে অনুষ্ঠিত মাসআলা-মাসায়েলজনিত মতভেদের কারণে আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকতে হবে সেটা কখনো ঠিক নয়। সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আমলী মাসআলাগুলোতে প্রচুর মতভেদ ছিল, যারা সালাফে সালেহীনের ফিকহ অধ্যয়ন করবে তাদের কাছে সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে। ইমামগণের মধ্যে প্রচুর আমলী মাসআলায় মতান্তর ছিল কিন্তু তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ছিল বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। তাঁরা ইলমী মতভেদ করেছেন কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই একে অপরকে খারাপ বলেছেন কেউ দেখাতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও তাঁর ছাত্রদের মাঝে এক তৃতীয়াংশের অধিক মাসআলায় মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কেউ অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার তো দূরের কথা পরস্পরকে সারা জীবন ভালোবেসেই চলে গেছেন। ইমাম মালেককে তার ছাত্র শাফে'ঈ সম্মান করতেন, ইমাম শাফে'ঈকে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল কদর করে কথা বলতেন। কিন্তু তাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ অসংখ্য মাসআলা ছিল। তাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজও আমাদের সমাজে ইলমী মতভেদ থাকার পরেও আমরা মৌলিক আকীদা ও মানহাজের ক্ষেত্রে এক হতে পারি। ইফতিরাক তথা অনৈক্যের কারণগুলো খুজে সেগুলো থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের ঐক্যের পথপ্রদর্শক আমাদের জন্য এ গ্রন্থটি লিখে যেন আমাদেরকে সে পথেরই দিশা দিলেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করি তিনি যেন তাঁর এ আমলকে কবুল করেন এবং তাঁর নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন আর উম্মতে মুসলিমাহ বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষি মুসলিমদের মাঝে সঠিক পথে ঐক্য তৈরী করে দিন। আমীন।

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
সহযোগী অধ্যাপক,
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও ঐক্য

প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন-অনুসারী ও সহচরগণের জন্য। উম্মাতের ঐক্য ও ঐক্যের আহ্বান বিষয়টি আমারা অনেকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করে থাকি। এ প্রসঙ্গে নিম্নে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১. জামাআত: কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত অন্যতম ইবাদত

ঐক্য বুঝাতে আরবীতে 'ওয়াহদাহ', ইত্তিহাদ, তাওহীদ ইত্যাদি শব্দ বহুল প্রচলিত। তবে এ অর্থে কুরআন ও হাদীসে 'জামা'আত', জামী' বা অনুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী (جمع) 'জামঅ' শব্দটির অর্থ একত্রিত করা। 'একত্রিত' অর্থেও 'জাম্অ', জামীঅ, মাজমু' বা জামাআত শব্দ ব্যবহৃত হয়। (ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, জামঅ শব্দ)। আভিধানিক ব্যবহারে অল্প বা বেশি যে কোনো সংখ্যক মানুষ বা বস্তুর একত্রিত অবস্থাকে জামাআত বলা যায়। কুরআন ও সুন্নাহর ব্যবহারে মুসলিমগনের একত্রিত বা ঐক্যের অবস্থাকে জামাআত বলা হয়েছে। বর্তমানে 'জামাআত' শব্দটি ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যের অর্থেই বেশি ব্যবহার করা হয়। আমরা দেখি যে, জামাআত শব্দটি বর্তমানে 'দল', গ্রুপ বা ফিরকা অর্থে ব্যবহার করা হয়। কুরআন কারীমে 'জামঅ' শব্দটিকে ফিরকা, দল বা গ্রুপের বিপরীতে একত্রিত বা ঐক্যবদ্ধতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

"তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর ঐক্যবদ্ধভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। (আল-ইমরান: ১০৩)

এ আয়াত থেকে আমরা দেখি যে, 'জামঅ' (ঐক্যবদ্ধতা) শব্দকে 'তাফার্‌রুক' (বিভক্তি বা দলাদলি)-র বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, বিভক্তিমুক্ত ঐক্যের অবস্থাই জামাআত। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জামাআত বা ঐক্যের অবস্থাই উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পর সম্প্রীতির অবস্থা এবং 'পরস্পর শত্রুতা'-র অবস্থাই তাফার্‌রুক বা দলাদলির অবস্থা। আরো জানা যায় যে, শত্রুতা ও দলাদলি জাহান্নামের প্রান্তে নিয়ে যায় এবং ঐক্য, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তা থেকে রক্ষা করে।

বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে জামাআতের মধ্যে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো জামাআত বলতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধতা এবং কখনো উম্মাহর সাধারণ ঐক্যবদ্ধতা বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ (لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ) إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ যদি কেউ জামা'আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের ঐক্যের) বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, 'জামাআত'-এর বিপরীতে মুফারাকাত বা বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং জামাআত ও বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি হিসেবে শাসক-প্রশাসককে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মুসলিম সমাজের রাষ্ট্রীয় ঐক্যবদ্ধতা সংরক্ষণের স্বার্থে শাসক-প্রশাসকের অপছন্দনীয় কাজের বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করে হলেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ঐক্য বিনষ্ট করে বিচ্ছিন্নতার পথে যাওয়া যাবে না। অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"যে ব্যক্তি 'তা'আত' অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত, অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ বা বৃহত্তর সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করল সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।" (মুসলিম)

এ হাদীসেও ঐক্যের জন্য রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। আরফাজা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ)

"ভবিষ্যতে অনেক বিচ্যুতি-অন্যায় সংঘটিত হবে। যদি এমন ঘটে যে, এ উম্মাতের ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কেউ এসে সে ঐক্য বিনষ্ট করে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চায় তবে সে যেই হোক না কেন তোমরা তাকে তরবারী দিয়ে আঘাত করবে। অন্য বর্ণনায়: তোমাদের বিষয়টি একব্যক্তির বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি এসে তোমাদের ঐক্য বিনষ্ট করতে বা 'জামাআত' বিভক্ত করতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে।" (মুসলিম)

নাসায়ীর বর্ণনায়:

فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ.

"তোমরা যাকে দেখবে যে সে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বা মুহাম্মাদের (ﷺ) উম্মাতকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে সে যেই হোক না কেন তাকে হত্যা করবে। কারণ আল্লাহর হাত ঐক্যের উপর। আর যে ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় শয়তান তার সাথে দৌড়ায়।" (আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

হারিস আশ'আরী (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ

"আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেনঃ শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামা'আত (ঐক্য); কারণ যে ব্যক্তি জামা'আত (ঐক্য) থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জু নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসে।" (তিরমিযী। তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

অন্য হাদীসে উমার (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

عليكم بالجماعةِ، وإيَّاكُم والفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشيطانَ مع الواحد، وهو من الاثنين أبعدُ، مَنْ أَراد بُحْبُوحَةَ الجنة فليلزم الجماعةَ

"তোমরা জামাআত (ঐক্য) আকড়ে ধরে থাকবে এবং দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থাকবে। কারণ শয়তান একক ব্যক্তির সাথে এবং সে দু'জন থেকে অধিক দূরে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততা চায় সে জামাআত (ঐক্য) আঁকড়ে ধরুক। (তিরমিযী। তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

অন্য হাদীসে নুমান ইবন বাশীর (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ (الجماعة رحمة والفرقة عذاب) "ঐক্য রহমত এবং বিভক্তি আযাব।" (মুসনাদ আহমদ, আলবানী সাহীহুত তারগীবে হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إن الله لا يجمع أمتي ... على ضلالة ويد الله على/ مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار

"আল্লাহ আমার উম্মাতকে বিভ্রান্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আর আল্লাহর হাত ঐক্যের উপর/ সাথে এবং যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হবে।" (তিরমিযী। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, শেষ বাক্যটি বাদে)

২. ইফতিরাকঃ কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ কর্ম

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে আমরা দেখলাম যে, জামাআত বা ঐক্যের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসে তাফাররুক ও ইফতিরাককে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে। ইফতিরাক, তাফার্‌রুক, ফারক ইত্যাদির শব্দের মূল অর্থ পার্থক্য, পৃথক, বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া বা করা। আমরা আরো দেখেছি যে, তাফার্‌রুক, বিভক্তি বা দলাদলি মূলত পারস্পরিক শত্রুতার একটি অবস্থা। কুরআন ও হাদীসে বারবার বিভক্তি, ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"(সূরা আল-ইমরানঃ ১০৫ আয়াত)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন-

وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।"(সূরা রূমঃ ৩০-৩২ আয়াত)